রমিজের মতবাদ

মহাগুরু রমিজের মতে কর্মবাদের সাথে পুনঃজন্মবাদের একটি নিগুঢ় সম্পর্ক রয়েছে। মানুষের কর্মের সাথে কর্মফলের যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি কর্মফলের সাথে পুনঃজন্মের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই কর্মফলের সাথে পুনঃজন্মের সম্পর্কের বিষয়ে গুরু রমিজ তাঁর "অলৌকিক সুধা ও সত্যের অনুসন্ধান" নামক গ্রন্থের এক নং বাণীতে দৃষ্টান্ত সহকারে উল্লেখ করেছেন। এই বাণীতে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীতে কেউ কানা, কেউ লেংড়া, কেউ খেতে পায়না আবার কেউ করে আমীরানা। মানব সৃষ্টির মাঝে একের সাথে আরেকের এত প্রভেদ বা পার্থক্য হবে কেন ইহাই তাঁর প্রশ্ন।

অধিকন্তু বাণী ছাড়াও তিনি মৌখিক ভাবে যুক্তি দেখাতেন যে, এক-ই পরিবারের এক-ই পিতা-মাতার ঔরসজাত হয়েও সন্তানদের মধ্যে প্রভেদ বা পার্থক্য পওয়া যায়। এমনকি একে অপরের বিপরীতও হয়ে থাকে। সন্তানদের মধ্যে এমন পার্থক্যও পওয়া যায় যে, কারো সাথে কারো কোন দিক থেকে-ই মিল থাকে না। এখানেও তাঁর প্রশ্ন হলো, কেন এমটি হবে?

এ বিষয়টি আলোচনা-পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কারো মতে বিধাতা ইচ্ছা করে এরকম করেছেন। আবার কারো মতে

বিধাতার নিকট হতে এরকমটি চেয়ে আনা হয়েছে। কোন কোন লোক এ জাতীয় সমাধান দিয়ে থাকেন। তবে, উভয় সমাধানের পক্ষে-ই কোন যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। অর্থাৎ যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়না।

গুরু রমিজ বলছেন, জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হলে যুক্তি দ্বারা দেখানো যায় যে, পুর্বজন্মের কৃত কর্মের ফলেই বর্তমান জন্মে মানবদেহের আকার, বর্ণ, আচরণ, শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা, আর্থিক-অনার্থিক ইত্যাদি অর্জন করে থাকে। এই বিষয়গুলোর জন্যে স্রষ্টা বা পিতা-মাতা অথবা অন্য কোন সত্ত্বাকে দায়ী করা সঠিক নয়।

"কোন মানুষ সর্বদা যে আচরণ করতে অভ্যস্থ তাঁর আত্মার স্বভাবও সে আচরণ অনুযায়ী গঠিত হয়। কর্মের আচরণ পাশবিক বা পশুসুলভ হলে আত্মার স্বভাবও সংশ্লিষ্ট পশুর স্বভাবে পরিণত হয়। পুনর্জন্মে এই আত্মা তার পূর্বগঠিত পশু-স্বভাব অনুযায়ী মানবদেহের পরিবর্তে পশুদেহ ধারণ করতঃ দেহান্তর হবে।"

এইভাবে কর্ম অনুযায়ী সকল আত্মা দেহ ধারণ করে পুনঃজন্মবাদ নীতি অনুযায়ী জন্মলাভ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, সদ্‌গুরুর মাধ্যমে উত্তম কর্ম করে নিষ্কলুষ চরিত্র গঠন করতঃ আত্মশুদ্ধি ক্রমে আত্মার ভুল সংশোধন করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করলে আত্মার মুক্তি এবং নির্বাণ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। ইহাতে জন্মরোধ হয় অর্থাৎ, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা হলে ইহা জন্মচক্র হতে মুক্তি লাভ করে এবং তাকে আর জন্ম নিতে হয় না।